—উপসংহার—

ভাষা সামাজিক বিকাশ সাধনের একটি অন্যতম মাধ্যম। সমাজের সাথে সাথে ভাষাও বিকাশ লাভ করে। মানব জাতির প্রগতির সঙ্গে ভাষা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভাষার কোনো তত্ত্বই অপরিবর্তনশীল নয়। বিকাশের ধারাকে বহমান রাখার তাগিদে ভাষা সর্বদা নবীনত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভাষার জগৎ বিচিত্র। সংসারের বহুবিধ ভাষার মধ্যে নিরন্তর সম্পর্কের সন্ধান করে চলেছে মানুষ। জাতিগত ভাষাগত বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ ভাষা পরিবার গড়ার চেষ্টা করে চলেছে নিরন্তর। বিচ্ছিন্ন তথা দূরবর্তী ভাষাও যে অন্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা জানা গেছে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে। তাই ভাষার আলোচনা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখেই হোক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের নিরিখে, উভয় ক্ষেত্রেই তা গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষাবিজ্ঞানের পর্যালোচনা তথা যে কোনো ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষার বর্গীকরণ, ভাষা পরিবারের স্বাতন্ত্রকে চিহ্নিত করা এবং তাকে বিশ্লেষণ করা, শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ইত্যাদি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়। ভারতবর্ষের বিস্তৃত ভূ-ভাগে বহু ভাষাই প্রচলিত আছে। বহুবিধ ভাষার সেই রূপ বোধগম্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে একে অপরের থেকে পৃথক; দিল্লীর ভাষা 'পশ্চিমী হিন্দী', পশ্চিমবঙ্গের 'বাংলা', মারবাড়ের 'পশ্চিমী রাজস্থানী', মুলতানের 'লহদাঁ', গুজরাতের 'গুজরাতী', সিন্ধের 'সিন্ধী', কাশ্মীরের 'কাশ্মিরী'। এই সকল ভাষাকে কেন্দ্র করে বহুদিন ধরেই ভাষাবিজ্ঞানীগণ ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। পাশাপাশি ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় উর্দু ভাষাও সমানভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে।

প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতি তথা শিষ্টাচারের প্রভাব ভাষার উপরে পড়ে থাকে। উর্দু ভাষাও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এই ভাষার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে জুড়ে আছে। উর্দু এবং বাংলা ভাষার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে মহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বেশকিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন; যেগুলি উর্দু ভাষা সম্পর্কে বাংলাভাষী জনসাধারণকেও আকৃষ্ট করে। মহম্মদ শহীদুল্লাহ-র 'বাংলা ভাষায় ফারসী প্রভাব' (সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৫৮), 'ফারসীর বাংলা দখল' (লেখক সংঘ পত্রিকা, ১৯৬১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলা এবং উর্দু ভাষার একই উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশিত হয়—'Origin of Bengali Language in Bengali Literary Review',

(Karachi, 1959); 'The Common Origin of Urdu and Bengali', (Pakistan Quarterly, October, 1959), 'The Influence of Urdu-Hindi on the Bengali Language and Literature', (Journal of Asiatic Society, of Pakistan, 1962).

বাংলাভাষার সঙ্গে উর্দু ভাষার মিল বহু ক্ষেত্রেই লক্ষগোচর হয়। যেমন এই দুই ভাষার ধ্বনিতত্ত্বে অনেকাংশেই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলায় আমরা বলি 'সাত', উর্দুতেও বলা হয় 'সাত'; বাংলায় 'ষোলো', উর্দুতে 'সোলাহ্'। বাংলা-উর্দু উভয় ভাষাতেই কোনো শব্দ দ্বৈত ব্যঞ্জন দ্বারা শুরু হয় না। উভয় ভাষার স্বরবর্ণও প্রায় এক 'অ, ই, ও, উ'। কেবলমাত্র ধ্বনিতত্ত্বে নয়, রূপতত্ত্বের দিক থেকেও এই দুই ভাষায় সামিপ্য লক্ষ করা যায়। বাংলায় কর্ম কারকের বিভক্তি চিহ্ন 'কে' আর উর্দুতে 'কো' উভয়ই সংস্কৃত 'কৃৎ' থেকে আগত। বাংলা এবং উর্দু ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের প্রায় ৫০০০ শব্দ এক। সম্পূর্ণ মিলযুক্ত বহু শব্দ উভয় ভাষাতেই বহুল ব্যবহারে আসে—'মা-বাপ, দিন-রাত, তিন, কান, তারা ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে আরবী ফারসী প্রভাববশত উচ্চারণে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়; যেমন—বাংলায় 'বোন', উর্দুতে 'ব্যহন'; বাংলায় 'আগুন', উর্দুতে 'আগ'। তবে এই বিভিন্নতা কেবল বাংলা এবং উর্দু ভাষার এক্ষেত্রেই নয়, যে কোন পৃথক দুটি ভাষার মধ্যে এই ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক।

উর্দু 'দক্‌নী', 'রেখতা', 'খড়ীবোলী' ভাষার একটি মিশ্রিত রূপ। এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি অভিজাত ভাষা। এর শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃত, হিন্দী, তুর্কী, আরবী, ফারসী এবং ইংরেজী শব্দ মিলেমিশে আছে। উর্দু কবিতার ভাষা হল 'রেখতা'। উর্দু কবিদের মধ্যে মীরজ়া গ়ালীব, মীর তাকী মীর, মহম্মদ ঈক়বাল আজ সর্বজন প্রসিদ্ধ নাম। তবে উর্দুর প্রথম কবি হিসেবে আমীর খুশরোর নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। তুলসী দাস, সুরদাসের কাব্যেও ফারসী শব্দের ব্যবহার আছে। বাংলায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম প্রমুখের কবিতাতেও উর্দু শব্দের ব্যবহার বহুল পরিমাণে হয়েছে।

রাজনৈতিক ছাড়াও বাংলা ভাষী মানুষের উর্দু ভাষা শিক্ষার বিশেষ কারণ আছে। হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া ইউনিভারসিটি কর্তৃক বিভিন্ন ভাষার বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, যা বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের জ্ঞানের ক্ষেত্রকে আরো বৃদ্ধি করতে সক্ষম। উর্দু ভাষায় বহু উন্নত ইসলামী সাহিত্য রচিত হয়েছে, উর্দু ভাষার মাধ্যমে আরবী-ফারসী ভাষার জ্ঞানের পরিধিকেও আরো বৃদ্ধি করা যায়, যে কারণে উর্দু ভাষাকে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল বলা যায়। আঞ্জুমন-ই-তরক্কী-ই-উর্দু, দারুল্ মুসন্নফীন, নদ্‌ওয়াতুল মুসন্নফীন প্রভৃতি কয়েকটি সমিতি উর্দু গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশে তৎপর রয়েছে। সুতরাং

রাষ্ট্র, ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান সব দিক থেকেই বঙ্গবাসীর জন্য উর্দু ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা রয়েছে।

পাশাপাশি উর্দুভাষীগণ বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম প্রমুখ সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারবেন এবং বাংলার জনগণকে জানতে পারবেন। বাংলা এবং উর্দু ভাষার মেলবন্ধনে ভারতীয় সংস্কৃতিরই উন্নতি সাধন ঘটবে।

সার্বজনীন প্রচেষ্টাতেই বাংলা এবং উর্দু ভাষার মেলবন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করা সম্ভব। অনেকের মতে উর্দুর লিপিগত কাঠিন্যের কারণে তা সর্বসাধারণের কাছে সহজরূপে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পারে না, সেই কারণে তাঁরা উর্দু ভাষাকে রোমান লিপিতে লেখার প্রতি যত্নবান হন। ভাষা বিস্তারের এটি একটি সফল প্রয়াস বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ভাষায় উর্দু গ্রন্থের অনুবাদ উর্দু ভাষাকে আরো বেশী জনপ্রিয়তা দান করেছে।

বাংলা ভাষার মতো উর্দু ভাষারও আরো উন্নতি সাধনে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। দুটি ভাষাই আমাদের অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে। দুটি ভাষাই একই উৎসস্থল থেকে সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়'-এ বলেছেন—"উর্দু ভাষায় যতই পারসি ও আরবী শব্দ থাক না, তবু ভাষাতত্ত্ববিদগণ জানেন তাহা ভারতবর্ষীয় গৌড়ীয় ভাষারই এক শ্রেণী।"